[redacted]

[redacted]

[redacted]

নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দুই টাইগার পেসার হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার বোলিং তোপে ১৭২ রানে অলআউট হয় স্বাগতিকরা। বাংলাদেশের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৮৫ রান।

পাকিস্তানের দেওয়া ১৮৫ রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে ৪২ রান সংগ্রহ করে চতুর্থ দিন শেষ করেছিল বাংলাদেশ। দুই টাইগার ওপেনার জাকির হাসান ২৩ বলে ৩১ ও সাদমান ইসলাম ১৯ বলে ৯ রানে অপরাজিত থেকে পঞ্চম দিনে খেলতে নামে। দিনের শুরুতেই দলীয় ৫২ রানে সাজঘরে ফিরে যান জাকির। ৩৯ বলে ৪০ রান করেন তিনি।

জাকিরের বিদায়ের পর দলীয় ৭০ রানে ৫১ বলে ২৪ রান করে আউট হন আরেক ওপেনার সাদমান। এরপর ক্রিজে আসা মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে দিনের শুরু ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন শান্ত।

দেখেশুনে খেলতে থাকেন এই দুই ব্যাটার। মুমিনুলকে সঙ্গে নিয়ে ৫৭ রানের জুটি গড়েন শান্ত। তবে দলীয় ১২৭ রানে ৮২ বলে ৩৮ রান করে সাজঘরে ফিরে টাইগার অধিনায়ক। এরপর মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাট করতে থাকেন মুমিনুল।

তবে দলীয় ১৫৩ রানে ৭১ বলে ৩৪ রান করে আউট হন মুমিনুল। তার বিদায়ের পর সাকিব আল হাসানকে সঙ্গে নিয়ে রানের চাকা সচল রাখেন মুশফিক। ৫৬ ওভারে দলের জয় নিশ্চিত করেন এই দুই ব্যাটার। মুশফিক ৫১ বলে ২২ ও সাকিব ৪৩ বলে ২১ রানে অপরাজিত থাকেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

তৃতীয় দিনে ব্যাটিং বিপর্যয়ে বাংলাদেশ

রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ইনিংসে ২৭৪ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাক বোলারদের তোপের মুখে প্রথম সেশনের শুরুতেই ৬ উইকেট হারিয়েছে টাইগাররা।

দ্বিতীয় দিনের শেষ বিকালে ১০ রান সংগ্রহ করে দিন শেষ করেছিল বাংলাদেশ। ৯ বলে ৬ রানে অপরাজিত ছিলেন ওপেনার সাদমান ইসলাম। তৃতীয় দিনে খেলতে নেমে পেসার খুররাম শেহজাদের বোলিং তোপে মাত্র ১৬ রান যোগ করতেই ৬ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। শুধু মাত্র সাদমান ছাড়া দুই অংকের ঘর স্পর্শ করতে পারেননি আর কোনো ব্যাটার।

সাদমান ১০, জাকির হাসান ১, নাজমুল হাসান শান্ত ৪, মুমিনুল হক ১, মুশফিকুর রহিম ৩ ও সাকিব আল হাসান ২ রান করে সাজঘরে ফিরে যান।

এরপর লিটন দাস ও মেহেদি হাসান মিরাজ মিলে বিপর্যয় সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ১৮ ওভার শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টে নেই শরিফুল

রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। এই টেস্টে একাদশে নেই পেসার শরিফুল ইসলাম। তার জায়গায় একাদশে এসেছেন আরেক পেসার তাসকিন আহমেদ। মূলত চোটের কারণে দ্বিতীয় টেস্টের একাদশের বাইরে রয়েছেন শরিফুল।

প্রথম টেস্ট চলাকালে শরিফুল পায়ের কুচকিতে অস্বস্তিবোধ করেন। পরবর্তীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার চোটের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন বিসিবির ফিজিও বায়েজিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ‘প্রথম টেস্ট শেষ হওয়ার পরই শরিফুলকে এমআরআই করানো হয়। তার গ্রেড-১ এর অ্যাডাক্টর স্ট্রেইন ধরা পড়েছে। তার এই ইনজুরি সারতে অন্তত দশদিন লাগবে। ইতোমধ্যেই পুনর্বাসন শুরু করে দিয়েছে সে।’

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে ১০ উইকেটের বড় জয় পায় বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে বল হাতে ৩ উইকেট শিকার করেন এই টাইগার পেসার। এছাড়া ব্যাট হাতে ১৪ বলে ২২ রানে গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস

খেলেছিলেন শরিফুল।

সূত্র: ইত্তেফাক

কোপায় গ্যালারিতে মারামারি, শাস্তি পেলেন ১১ ফুটবলার

গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে কলম্বিয়ার বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল উরুগুয়ে। সেই ম্যাচে কিলম্বিয়ার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল উরুগুয়ে। ম্যাচ শেষে গ্যালারিতে কলম্বিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়েছিলেন উরুগুয়ের কয়েকজন ফুটবলার।

এ ঘটনায় উরুগুয়ের ফরোয়ার্ড দারউইন নুনিয়েজকে ৫ ম্যাচ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ২০ হাজার ডলার জরিমানাও করেছে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল। এছাড়া অন্য চার খেলোয়াড়কেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তদন্তের পর সব মিলিয়ে উরুগুয়ের ১১ খেলোয়াড়কে শাস্তি দিয়েছে কনমেবল।

উরুগুয়ের মিডফিল্ডার রদ্রিগো বেন্টাঙ্কুর নিষিদ্ধ হয়েছেন ৪ ম্যাচ। ৩ ম্যাচ করে নিষিদ্ধ হয়েছেন তিন ডিফেন্ডার ম্যাথিয়াস অলিভেরা, রোনাল্ড আরাউহো ও হোসে মারিয়া হিমিনেজ। চারজনকে জরিমানা করা হয়েছে ১২ থেকে ১৬ হাজার ডলারের মধ্যে। বেন্টাঙ্কুরকে দিতে হচ্ছে ১৬ হাজার ডলার শুধু জরিমানা করা হয়েছে অন্য ছয় খেলোয়াড়কে।

শাস্তি দেওয়া হয়েছে উরুগুয়ে ফুটবল ফেডারেশনকেও। তাদের ২০ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে। এই অর্থ প্রাইজমানি ও রাজস্ব থেকে কেটে নেওয়া হবে। কনমেবলের এই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। তবে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি বিবৃতিতে জানায়নি, এই শাস্তি কবে থেকে কার্যকর হবে। কনমেবল আয়োজিত ম্যাচ এই শাস্তির আওতাভুক্ত থাকবে।

সূত্র: ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

নিরাজন ধামীর দুরপাল্লার শট অনেকটা লাফিয়ে ওঠে কোনো মতে দলকে রক্ষা করেন তিনি। এরপর কয়েক দফা আক্রমণ করে গোল আদায় করতে পারেনি নেপালিরা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের শেষ দিকে মিরাজুরের দৃষ্টিনন্দন ফ্রি-গোলে বদলে যায় ম্যাচের দৃশ্যপট।

বাংলাদেশ নম্বর টেনের বুলেট গতির শট আটকানো কোনো সুযোগ পাননি নেপালের গোলকিপার জয়রথ শিখ। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৫ মিনিটে গোল ব্যবধান দ্বিগুণ হয় বাংলাদেশের। বাঁদিক থেকে লং পাসে দূরের পোস্টে থাকা আসাদুল মোল্লাকে পাস দেন আসাদুল ইসলাম সাকিব।

আসাদুল হেডে পাস দেন মিরাজুলকে। সেই হেড দিয়েই লক্ষ্যভেদ করেন এই ফরোয়ার্ড। এতে জেতেন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার। ৭০ মিনিটে তৃতীয় গোল পেলে জয় অনেকেটা নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলাদেশের। মিরাজুলের ছোট পাস ধরে দলতে ৩-০ গোলে এগিয়ে নেন রাব্বী হোসেন রাহুল।

১০ মিনিট পর নেপালের হয়ে এক গোল পরিশোধ করেন সমীর। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে রাব্বীর আড়াআড়ি পাসে গোলপোস্টে শট নোভা। নেপালের ডিফেন্ডার ক্লিয়ার করলেও, আগেই পেরিয়ে গোল গোললাইন। এতে ৪-১ গোলে নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের শিরোপা জয়।

সূত্র: কালবেলা

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ, ইতিহাসের দুয়ারে বাংলাদেশ

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠানরত সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে স্বাগতিক নেপালের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। ললিতপুরে আনফা কমপ্লেক্সে বেলা পৌনে ৩টায় খেলা শুরু হবে। এই টুর্নামেন্টে নেপালের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বে খেলে ২-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। আবার সেই নেপালকে ফাইনালে পেয়েছেন কোচ

মারুফুল হকের দল।

এবার ফাইনাল নিয়ে ভিন্ন চোখ। কারণ নেপালের মাঠে খেলা, সেখানে বাংলাদেশের জন্য কঠিন লড়াই হবে। দর্শক থাকবে নেপালিরা। গতকাল কোচ মারুফুল হক সেটাই বুঝিয়েছেন তার দলের খেলোয়াড়দের। ‘আমি খেলোয়াড়দেরকে বলেছি সবকিছুর বিরুদ্ধে খেলতে হবে। মাঠ, প্রতিপক্ষ এবং পরিবেশ থাকবে তোমাদের বিরুদ্ধে। এটা মাথায় রেখে খেলতে হবে। এটা শুধু একটা ফাইনাল নয়। একই সঙ্গে বলতে হয় এটি কঠিন ফাইনাল। তৃতীয় কোনো দেশে হচ্ছে না। এখানে রেফারি কোথাকার সেটা নিয়ে দুর্ভাবনার কিছু নেই। নিজ নিজ খেলার দিকে মন দিতে হবে।’- সোজাসাপটা কথা কোচ মারুফুল হকের।

ফাইনালে মাঠের বাইরের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলতে চাইলেন না কোচ। তিনি বললেন, ‘সুবিধা অসুবিধা থাকবে। হেরে গেলে বলব অমুকটার কারণে হেরে গিয়েছি-এটি বলতে চাই না। আমি বলব আমার কাছে সবই নিজেদের অনুকূলে।’ অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ দল প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছিল ২-০ গোলে। সেমিফাইনালে টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের বিপক্ষে টাইব্রেকিংয়ে জয় পেয়ে ফাইনালে উঠে।

ভারতকে বিদায় করতে বেক পেতে হয়েছে। গোল করে এগিয়ে থাকা বাংলাদেশ গোল হজম করেছিল, ১-১। টাইব্রেকিংয়ে ৪-৩ গোলে জয় পায় বাংলাদেশ। ৯০ মিনিটের খেলায় বাংলাদেশের জন্য যেটি ক্ষতি হয়েছে দলের স্টপার কামাচাই মারমা দুই হলুদ কার্ডে লালকার্ড পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গিয়েছেন।

এই ডিফেন্ডার না থাকায় দলের জন্য বড় ক্ষতি হলেও এটি পূরণ করতে কোচ বিকল্প ডিফেন্ডার খুঁজছেন। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারেননি। কোচ মারুফুল হক নেপাল থেকে জানিয়েছেন ফাইনাল ম্যাচের আগেই সিদ্ধান্ত নেবেন। শুধু এখানেই নয় গোলপোস্টের নিচেও সমস্যা। দলের অধিনায়ক মেহেদি হাসান শ্রাবণ ভারতের বিপক্ষে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সোমবার সন্ধ্যায় কোচ মারুফুল হক হাসপাতালে যাওয়ার আগে কাঠমান্ডু হতে জানিয়েছিলেন শ্রাবণ কপালে ব্যথা পেয়েছেন। গতকাল মারুফ জানালেন কপালে না, নাকের পাশে এবং চোখের নিচের হাঁড়ে ফ্র্যাকচার হয়েছে। রাতে হাসপাতালে ছিল শ্রাবণ। আজ (গতকাল) সকালে হোটেলে ফিরেছে।

শ্রাবণ বসুন্ধরা কিংসের গোলরক্ষক, ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করা

হয়েছে তারা শ্রাবণকে ঢাকায় এসে পুনরায় চিকিৎসা করাবে। আপাতত নেপালে দলের সঙ্গেই থাকবেন শ্রাবণ। শ্রাবণের অনুপস্থিতি দলকে দুশ্চিন্তায় রাখছে কিনা? শ্রাবণের পরিবর্তে ভারতের বিপক্ষে গোলরক্ষক আসিফ খেলেছেন। টাইব্রেকিংয়ে ভারতের দুটি শট ঠেকিয়ে দিয়ে জয়ের নায়ক বনে গিয়েছেন বদলি খেলতে নামা আসিফ। এটাই এখন গোলপোস্টের নিচে আস্থা জোগাচ্ছে। কোচ মারুফুল হক বলছেন, ‘হ্যাঁ একদিকে আমার জন্য আস্থা, ওর জন্যও আস্থা।’

আসিফ আজকে ফাইনালে লড়াই করবেন। সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয় ২০২২ সালে। এর আগে প্রথম আসর হয়েছিল অনূর্ধ্ব-১৮, এরপর সেটি ছিল অনূর্ধ্ব-১৯। বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ফাইনাল খেলেছে আগেও। অনূর্ধ্ব-১৮ সাফে দুই বার ফাইনাল খেলেছে এবং প্রথমে ভারতের কাছে পরে নেপালের বিপক্ষে রানার্সআপ হয় বাংলাদেশ। আর কোনো বারই নেপালের বিপক্ষে জয় পায়নি বাংলাদেশ। আজকের ফাইনালে সেই রেকর্ডও গড়ার সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের সামনে। নেপালকে হারাতে এবার পারবে তো বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

পাকিস্তানকে হারিয়ে বড় লাফ বাংলাদেশের

পাকিস্তানের বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। স্বাগতিকদের ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে টাইগাররা। সাদা পোশাকের ক্রিকেটে পাকিস্তানের বিপক্ষে এটি বাংলাদেশের প্রথম জয়। এই জয়ে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলে বড় লাফ দিয়েছে নাজমুল হাসান শান্তর দল।

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শুরুর আগে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবিলের তলানির দিকে ছিল বাংলাদেশ। আটে থাকা বাংলাদেশের নিচে ছিল কেবল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে হেরে আটে নেমে গেছে পাকিস্তান।

অন্যদিকে বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানদের বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ে দুই ধাপ এগিয়েছে টাইগাররা। আট থেকে পয়েন্ট টেবিলে বর্তমানে ছয়ে অবস্থান করছে শান্ত-সাকিবরা।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে বর্তমানে শীর্ষ দুইয়ে আছে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। ভারতের ঝুলিতে আছে ৬৮ দশমিক ৫২ শতাংশ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া অর্জন করেছে ৬২ দশমিক ৫০ শতাংশ পয়েন্ট।

এ ছাড়া তিন ও চারে আছে যথাক্রমে নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ড। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সমান ৫ ম্যাচে দুই জয় নিয়েও হেড টু হেডে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশের চেয়ে একধাপ ওপরে আছে শ্রীলঙ্কা। শীর্ষে থাকা দুই দলই ২০২৫ সালে মুখোমুখি হবে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে।

সূত্র: ইত্তেফাক

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জয়

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি মিলে পাকিস্তানকে এর আগে বাংলাদেশ হারিয়েছে ৮ ম্যাচ। বাকি ছিল শুধু টেস্ট। রাওয়ালপিন্ডিতে সিরিজের প্রথম টেস্টে এবার সেই অপেক্ষা ফুরোনোর কাছাকাছি বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক জয় পেতে বাংলাদেশের প্রয়োজন ৩০ রান। ৫ম দিনের শেষ সেশনে বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ে এসে এক প্রকার হেসে খেলে ১০ উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশ ঐতিহাসিক জয় লাভ করে।

২০০৩ সালে মুলতান টেস্টে জয়ের খুব কাছে গিয়েও হেরেছিল বাংলাদেশ। সেবার টাইগারদের হৃদয় ভেঙে পাকিস্তানকে রক্ষা করেছিলেন ইনজামাম উল হক। দুই দশকেরও বেশি সময় পর এবার রাওয়ালপিন্ডিতে টাইগারদের গর্জন! চতুর্থ দিনের শুরু থেকেই ড্রাইভিং সিটে নাজমুল হোসেন শান্তর দল। তবে মুলতানের সেই স্মৃতি তাড়া করেছে অনেকটা সময় ধরে। অন্তত মোহাম্মদ রিজওয়ান যতক্ষণ উইকেটে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত

খানিকটা প্রতিরোধ গড়লেও মুলতানের ইনজামাম হতে পারেননি এই উইকেটকিপার ব্যাটার। ফলে প্রথমবার পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ।

পাকিস্তানের বিপক্ষে এর আগে ১৩ টেস্টের মধ্যে ১২ বারই হেরেছিল বাংলাদেশ। সেরা সাফল্য ছিল ড্র। পাকিস্তানের বিপক্ষে অধরা সেই জয় অবশেষে ধরা দিয়েছে। সেটাও আবার প্রতিপক্ষের ঘরের মাঠে, ১০ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।

রাওয়ালপিন্ডিতে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ৬ উইকেটে ৪৪৮ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করেছিল পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৫৬৫ রান করে বাংলাদেশ, লিড পায় ১১৭ রানের। নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৬ রানের বেশি করতে পারেনি স্বাগতিকরা। ৩০ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়েই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ।

সূত্র: ইত্তেফাক

সাকিবের মামলার ব্যাপারে আবার বসবে বিসিবি

পোশাক শ্রমিক রুবেল হত্যার অভিযোগে আদাবর থানার মামলায় আসামির তালিকায় ২৮ নম্বরে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের নাম রয়েছে। সাকিবকে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ডেকে এনে জাতীয় দল থেকে বাদ দিতে বিসিবিতে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন একজন আইনজীবী। আইনি নোটিশের খবর পেয়ে গতকাল দুপুরেই বিসিবির নতুন বস ফারুক আহমেদ বিসিবিতে গিয়েছেন এবং বিষয়টি নিয়ে বিসিবি সভায় বসেছিল। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

সভা শেষে ফারুক আহমেদ বলেছেন, ‘একটা মামলা হয়েছে। লিগ্যাল নোটিশটা আমরা পাইনি এখনো, সেটার ব্যাপারে বলতে পারব না। মামলাটা এফআইআর হয়েছে, এফআইআরের পরে তদন্ত হবে। তারপরে একটা দিকে যাবে মামলাটা। এই মুহূর্তে যেহেতু পাকিস্তানে টেস্ট ম্যাচ চলছে,

কালকে (আজ) টেস্টের পঞ্চম দিন। এই মুহূর্তে আমরা কোনো অবস্থান নেওয়ার মতো চিন্তা করিনি। যেহেতু দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ ৩০ তারিখে মাঝে সময় আছে, সে সময় এই ব্যাপারে আমরা চিন্তা করব, পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা করব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।’

আইনজীবীর পাঠানো নোটিশে বলা হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সাকিবকে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক। বিসিবির কাছে এই নোটিশ পাঠিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সজীব মাহমুদ আলম। এই আইনজীবী ক্রিকেটের বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের ক্রিকেট এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দুর্নীতিবিরোধী কোডে বলা হয়েছে, পুলিশ যখন কারো বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ গ্রহণ করবে কিংবা কারো বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি অভিযোগ আসবে, তখন সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বোর্ড বিবেচনা করে তাকে সাময়িকভাবে অপসারণ করতে পারে। যেহেতু এটা তদন্তাধীন একটি বিষয়, তাকে খেলা থেকে বাদ দিলেই হবে না, তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। তদন্তকারীরা প্রয়োজনে সাকিবের কাছে প্রশ্ন করতে পারে। আমি একজন আইনজীবী হিসেবে নিয়ম অনুযায়ী যা করা যায়, সে দাবিটাই জানাচ্ছি।’